পৌরাণিক নাটক সিরিজ—

সপ্তর্ষি সৃজন

বা

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ নাটক

(থিয়েট্রিক্যাল যাত্রাপার্টিতে অভিনীত)

—যশস্বী ও প্রবীণ নাট্যকার—

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ সম্পাদিত

প্রকাশক—শ্রীনিতাই চরণ দে
ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী
১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় মুদ্রন

সন ১৩৫৩ সাল]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, যম,
পবন, ধর্ম্ম, পাপ

মুরলী	ছদ্মবেশী নারায়ণ।
বশিষ্ঠ	অযোধ্যার কুলগুরু।
বিশ্বামিত্র	মহাতপা মুনি।
ত্রিশঙ্কু	অযোধ্যা নৃপতি।
অজিত, সজিত	ঐ পুত্রদ্বয়।
সমর	ঐ সেনাপতি।
সুবুদ্ধি	ছদ্মবেশী ধর্ম্ম।
অমর	ছদ্মবেশী পাপ।
পূর্ণানন্দ	সাধক।

বশিষ্ঠ-পুত্রগণ, দৌবারিক, রাজসৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

অনীতা	ত্রিশঙ্কু-মহিষী। সজিতের মাতা।
	ঐ দাসী।

অপ্সরাগণ।

ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ নাটক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজ অন্তঃপুর

[ত্রিশঙ্কু ও বশিষ্ঠ আসীন]

ত্রিশঙ্কু। স্বশরীরে স্বর্গলাভ সহসা কেন বা মোর
জাগিল অন্তরে দেব!
মানবে কি কভু পারে—
স্বশরীরে যাইতে স্বরগে?

বশিষ্ঠ। অসম্ভব স্বশরীরে স্বর্গবাস।
কঠোর তপস্যা, প্রকৃতির দুর্নিবার
অত্যাচার সহি—হের নৃপ!
কত ঋষি স্বর্গবাস হেতু করিছে কামনা।
স্বশরীরে স্বর্গবাস হ'ত যদি মানবের
তা হ'লে এ বশিষ্ঠ কত দিনে যাইত
তথায়। ত্যজ এ কামনা সম্ভব হবে না।

ত্রিশঙ্কু। অসম্ভব যদি তবে মোর—
অন্তর মাঝারে কেন উহা উঠে জাগি?

কোন্ জন জাগাইয়া দিল উহা
অন্তরে আমার ?

বশিষ্ঠ। স্বপ্ন উহা। মিথ্যা স্বপ্ন লয়ে—
কেন কর অশান্তি সৃজন ?
হবে না পূরণ স্বশরীরে স্বর্গবাস কভু।

ত্রিশঙ্কু। যাহা মোর জাগিল অন্তরে—
কেন তাহা হবে না পূরণ ?
দিন্ প্রভো! বিধান আমারে
কি ভাবে সে আশা মোর হইবে সফল।

বশিষ্ঠ। অসম্ভব আকাঙ্খা তোমার—
কে করিবে পূর্ণ তাহা ? ত্যজ এ
সঙ্কল্প গুরুর আদেশে। [প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। স্বশরীরে স্বর্গলাভ কেন মোর
জাগিল অন্তরে। নারায়ণ!
পূর্ণ কর আশা মোর। তুমিই যে
প্রাণরূপে বিরাজিত জীবের অন্তরে।
তবে প্রভো! এ আকাঙ্খা নহে কি তোমার ?

[গীতকণ্ঠে মুরলীর প্রবেশ]

গীত

সে আশা পূর্ণ হবে তোমার কেন কাঁদ অভিমানে।
বুক ভাঙ্গা তুমি হও না কভু ডাক সদা ভগবানে॥
আমিই পূরাব সে আশা তোমার, মুছাব অশ্রুধার—
স্বশরীরে যাবে তুমি স্বরগে পুলক প্রাণে॥

[প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু   মুরলী ! মুরলী ! বাজা রে মুরলী তুই—
অশান্ত অন্তরে মোর। নারায়ণ !
পূর্ণ কর আকাঙ্খা আমার।   [প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গধাম—ইন্দ্রালয়

[ইন্দ্র, পবণ যম, বরুণ আসীন, গীতকণ্ঠে
অপ্সরাগণের প্রবেশ]

গীত

ধর উপহার।
উচ্ছলিত যৌবনে গাঁথা এই মম ফুলহার ॥
অযতনে কেন হায় যায় গো শুখায়ে হায়,
পর পর গলে হে—সখা হে প্রিয় হে
তুমি যে মোদের প্রাণ আমরা তোমার ॥   [প্রস্থান।

পবণ। দুশ্চিন্তায় কাতর তুমি কেন দেবরাজ !

ইন্দ্র। ভাগ্যাকাশে উদিয়াছে ঘন কৃষ্ণ মেঘ।
তিলমাত্র নাহি পাই শান্তির আস্বাদ।
শোন দেবগণ ! অযোধ্যার অধিপতি—
ধর্ম্মশীল ত্রিশঙ্কু রাজন্—স্বশরীরে
স্বর্গলাভ হেতু হয়েছে তৎপর।
তুচ্ছ নর করে যদি স্বর্গলাভ—
তা হলে নিশ্চয় হরিবে ইন্দ্রত্ব আমার।

পবণ। তবে—কি হবে উপায় ?

ইন্দ্র। অঙ্কুরে বিনাশ তারে শাস্ত্রের বচন।
অধর্ম্মের সৃষ্টি করি পুণ্যময় রাজত্বে তাহার—
কলুষিত কর নৃপতিরে। তা হ'লে—
থাকিবে না আর আশঙ্কা মোদের।

যম। পাপে তবে পাঠাও ত্বরায়।
নানাভাবে আধিপত্য করিয়া বিস্তার—
সর্ব্বনাশ করুক রাজার।

ইন্দ্র। উত্তম প্রস্তাব। পাপ। পাপ।
কোথা তুমি অম্বর বান্ধব।

[পাপের প্রবেশ]

পাপ। কি আদেশ কহ দেবরাজ !

ইন্দ্র। শোন বন্ধু। ছদ্মবেশে যাও তুমি
ত্রিশঙ্কু রাজন্ পাশে। নানা ছন্দে
কর তাব অনিষ্ট সাধন। পরম ধার্ম্মিক নৃপ
তাহে পুনঃ চাহে স্বশরীরে আসিতে স্বরগে।
রুদ্ধ করি কামনা তাহার কর ছারখার
পুণ্যের সংসার। শক্তিমান্ তুমি পাপ।
ক্ষমতা তব শত প্রশংসার।

পাপ। যথা আজ্ঞা সুরেশ্বর। চলিলাম—
অযোধ্যা নগর।

[ধর্ম্মের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। ধার্ম্মিকের করিতে লাঞ্ছনা—
দেবতার এ কি নীতি হেরি দেবরাজ !

ধার্ম্মিকের অহিত সাধিলে—
পরিণামে দুঃখভোগ করিবে দেবেন্দ্র।
বুঝিলাম মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছে তব। তাই—
এ হেন সঙ্কল্প জাগিল অন্তরে।
ছাড় এ সঙ্কল্প নহে হারাবে ইন্দ্রত্ব।

ইন্দ্র। দেবতা হইয়ে কর দেবতার অনিষ্ট সাধন।
তুচ্ছ নর হরিবে দেবত্ব—দেবতা হইয়া তাহা
হেরিবে নয়নে। শত ধিক্ তোমা। কাপুরুষ
তুমি। যাও—যাও—শুনিব না কোন
কথা তব। এস দেবগণ।

[ধর্ম্ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। আমি ধর্ম্ম ধার্ম্মিকে করিব রক্ষা।
দেখি কত শক্তিমান্ হয় ঐ পাপ।
ভয় নাই ত্রিশঙ্কু রাজন্! ধর্ম্ম তব রহিবে সহায়।

[প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজ-অন্তঃপুর

[চিন্তামগ্না অনীতার প্রবেশ]

অনীতা। আমি স্বপত্নী। আমার আবার স্নেহ কেন। স্বপত্নী-পুত্র তার প্রতি ভালবাসা কেন? তাকে বিনাশ করাই ধর্ম্ম সঙ্গত। নারীর সর্ব্ব সুখের অংশভাগিনী সেই স্বপত্নী—তার পুত্র। উঃ। চক্ষুশূল। সে হবে ভবিষ্যতে রাজ্যের রাজা।

আমার পুত্র কনিষ্ঠ তার কোন অধিকার নেই। কৌশলে স্বপত্নীপুত্রকে ধ্বংস কর্ত্তে হবে। দেখি, কি কর্ত্তে পারি।

[সমরকেতনের প্রবেশ]

সমর। রাণীমার জয় হোক্।

অনীতা। কে! সেনাপতি! এস—এস!

সমর। দাসের প্রতি কি আদেশ রাণী মা!

অনীতা। কতদূর কি উপায় হ'ল!

সমর। যথা সাধ্য চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু সুযোগ আসে কৈ?

অনীতা। দেখ সমর। যুবরাজ আজ শিকারে যাবে। পাব যদি তাকে—

সমর। ঠিক কথা দেবি! আমি ও আমার বন্ধু অমরকেতন ছদ্মবেশে যুবরাজের অনুসরন কর্ব্বো। তারপর অরণ্য মধ্যে তাকে শেষ করে ফেল্‌বো।

অনীতা। সে কার্য্য খুব গোপনে সমাধা কর্ত্তে হ'বে। কার্য্য সমাধা হ'লে আমি তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার দোব। মনে রেখ এ কার্য্যে তোমাদের ভাগ্যোন্নতি।

সমর। যথা আজ্ঞা দেবী। এখন চল্লুম। কার্য্য সমাধা করে এসে আপনার শ্রীচরণ দর্শন কর্ব্বো। [প্রস্থান।

অনীতা। দেখি, এইবার শত্রু নিপাত হয় কি না!

[গীতকণ্ঠে পূর্ণানন্দের প্রবেশ]

গীত

হচ্ছে তোমার ভস্মে ঘি ঢালা।
মিট্‌বে না ক' প্রাণের আশা—
বাড়্‌বে শুধু বিষম জ্বালা॥

পরের মন্দ কর্ত্তে গেলে নিজের মন্দ হয়,
এ যে মা গো সত্য কথা মিথ্যা কভু নয়॥
কেন ডুব দিতে চাও অতল জলে,
পরবে গলায় ফণার মালা॥　[প্রস্থান।

অনীতা। সত্যই কি আমার ভস্মে ঘি ঢালা হবে? না মিথ্যা তোমার সঙ্গীত? হয় হোক্ পাপ—হয় হোক্ অধর্ম্ম। তবু চাই স্বপত্নী-পুত্রের রক্ত। সে রাজা হবে! না—না অসহ্য।

[সজ্জিতের প্রবেশ]

সজ্জিত। মা! অজিত দাদা শিকারে যাচ্ছে, আমি দাদার সঙ্গে যাবো! দাদা তোমার মত নিতে পাঠিয়েছে।

অনীতা। না, সজ্জিত! তুমি শিকারে যেও না।

সজ্জিত। কেন মা! আমি খুব শিকার কর্ত্তে শিখেছি। দাদা আমায় অনেক রকম তীর ছোঁড়া শিখিয়েছে।

অনীতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি আছে। অরণ্যে সজ্জিতকে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর্ব্বে। উঃ! কি ষড়যন্ত্র!

সজ্জিত। তুমি মিছিমিছি দাদার নামে দোষ দিচ্ছ। তুমি জান না অজিত দাদা আমায় কত ভাল বাসে

অনীতা। সজ্জিত! অজিত বৈমাত্রেয় ভাই—শত্রু! তাকে বিশ্বাস নেই—সময় পেলেই তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বে।

সজ্জিত। আমি অজিত দাদার সঙ্গে শিকারে যাবো আর সব কথা বলে দোব।

অনীতা। খবরদার! চল্ পড়্‌বি চল্। উঃ! কি শত্রু! আমার ছেলেটাকেও পর করে দেবে দেখ্‌ছি।

সজ্জিত। না—আমি শিকারে যাবো।

অনীতা। চল্ হতভাগা ছেলে। আজ তোর্ হাত পা বেঁধে ঘরে পুরে রাখ্‌বো। [সজ্জিতকে টানিতে টানিতে প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজপথ

[অমরকেতনের ছদ্মবেশে পাপের প্রবেশ]

অমর। চারিদিকে জ্বলিয়াছে অশান্তি অনল।
রাজ অন্তঃপুর হতে রাজত্বের সর্ব্বস্থানে।
ছদ্মবেশে পাপ আমি দেবকার্য্য করিতে সাধন,
অমরকেতন রূপে লভিয়াছি স্থান—
রাজপুরী মাঝে। কিন্তু ছদ্মবেশে ধর্ম্ম
ঘুরিছে এখানে মোর কর্ম্মে হতে অন্তরায়।
হা!—হা!—হা!—ওরে ধর্ম্ম কিবা সাধ্য তোর্
পাপ সনে হইবি বিজয়ী! ধর্ম্ম! চূর্ণ—চূর্ণ
করি তোমার মন্দির—পাপ
তার দেখাবে প্রভাব।

[সমরের প্রবেশ]

সমর। অমর! অমর!

অমর। কি বন্ধু!

সমর। সুবর্ণ সুযোগ—একদিনে বড়লোক।

অমর। য়্যাঁ! বল কি সখা!

সমর। ছোটরাণীর আদেশ, অদ্য কুমার অজিৎ শিকার

কর্ত্তে অরণ্যে যাবে। যদি আমরা গুপ্তভাবে তাকে হত্যা কর্ত্তে পারি তা হ'লে ছোট রাণীমা কোটী স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেবেন।

অমর। উত্তম! চল সখা! বিলম্বে কাজ নেই।

সমর। চল। কুমার বোধ হয় যাত্রা করেছে।

অমর। সখার আমার জোর বরাত।

[উভয়ের প্রস্থান।

[সুবুদ্ধির প্রবেশ]

সুবুদ্ধি। ধার্ম্মিকের রক্ষা তরে ছদ্মবেশে ধর্ম্ম আমি
অযোধ্যায় করি বিচরণ। ওরে পাপ!
কিবা সাধ্য তোর্ আমার ভক্তের তুই
সাধিবি অনিষ্ট? কর্ তুই অশান্তি সৃজন
জ্বাল্ তুই রাজ্যমাঝে অশান্তি অনল
কিবা ভয় তাহে? ধর্ম্ম তাহা
নিমিষে করিবে নাশ। পূর্ণ নাহি হবে
দুরাশা রে তোর্। শুনিয়াছি অলক্ষ্যে
থাকিয়া পাপের কাহিনী। যুবরাজে—
করিতে বিনাশ, সেনাপতি সহ পাপ
করিল গমন। যাই আমি পশ্চাতে সবার।
দেখিব রে পাপ! কেমনে করিস্ তুই
ধার্ম্মিকের অমঙ্গল স্বার্থপর ইন্দ্রের আদেশে।

[প্রস্থান]।

পঞ্চম দৃশ্য

অযোধ্যা রাজ্য—বন্যপথ

[মৃত হরিণ স্কন্ধে অজিতের প্রবেশ]

অজিত। অস্তাচলে যায় ভানু, সন্ধ্যা আসে
এলায়ে কুন্তল—বিছায়ে আঁচলখানি
সর্ব্বসহা বসুধার বুকে। পাখী গায়
ললিত সুরেতে। অদূরে তমাল তলে
ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনী কুলুতানে
বহে যায়। পুলিনের পথে ফেরে
ধেনু সহ রাখাল নিকর
সুন্দর! সুন্দর! অপূর্ব্ব এ প্রকৃতির
দৃশ্য মনোরম। প্রণাম তোমারে বিভু
করি শতবার।

[ছদ্মবেশী অমর ও সমরের প্রবেশ]

সমর। বধ—বধ ঐ যুবরাজকে।

অজিত। কে তোমরা? কেন চাহ বধিতে আমারে?

সমর। নাহিক' উত্তর তার।

অজিত। করি নাই কোন অপরাধ
তবে কেন নিরীহ জনারে বধিতে প্রয়াস?
করি নাই কাহারও স্বার্থেতে আঘাত।
আসিয়াছি অযোধ্যা হইতে
শিকার কারণে।

সমব। সখা! বধ শীঘ্র—বিলম্বে বাড়িবে জঞ্জাল।
অজিত। নিরীহের প্রতি বিনা দোষে হেন অত্যাচার!
ভগবান্! এ কি তব নিয়ম শৃঙ্খল!
রহ পিশাচদ্বয়! কিবা ক্ষতি করিয়াছি আমি!
সমব। কোন কথা নয়—চাই তব ছিন্ন শির।
অজিত। ওরে দুষ্টদ্বয়! দুর্ব্বল বালক নহিক' আমি।
উঃ! একি সৃষ্টি! নাহি হয় বজ্রপাত!
ছুটিয়া না আসে সিন্ধু প্রলয় গর্জ্জনে!
দীর্ণ নাহি হয় পৃথ্বি-বক্ষ! জ্বলে না অনল!
ধর্ম্মহীন হইল ধরণী! পাপের গর্জ্জন—
পাপের নর্ত্তন হেরি চারিভিতে।
ওরে পাপী! কিবা সাধ্য আছে রে তোদের—
একা মোরে করিতে বিনাশ! যা—যা—
ফিরে যা রে তোরা। নতুবা এখনি
উভয়ের পাপরক্তে সিক্ত হবে বনভূমি।
অমর। অহঙ্কারী যুবক! এখনি হেরিবে
আমাদের শক্তি কত খানি।
অজিত। কিবা সাধ্য তোমাদের বধিবে আমায়!
ভগবান নাহি কি সংসারে? যদি—
থাকেন তিনি—ব্যর্থ হবে তোমাদের অভিযান।
সমব। বধ—বধ—না কর বিলম্ব।
অজিত। আয়, দুষ্টদ্বয়! (যুদ্ধ)
অজিত। উঃ! এ কি নৃশংসতা!
নারায়ণ! নারায়ণ!

তোমার পুণ্যের রাজ্যে এত অনাচার !
অসহ্য । ওরে পাপী ! দে রে অবসর—
পুনর্ব্বার ধরিতে কৃপাণ ।

সমর । না—না—বধ—বধ ত্বরা ।

[ত্রিশূল হস্তে সুবুদ্ধির প্রবেশ]

সুবুদ্ধি । ধর্ম্মহীন হয় নি জগৎ ।
আ রে আ রে পাপ ! মহাপাপ !
ধ্বংস হ'—ধ্বংস হ' রে তোরা ।

সমর ও অমর । ওঃ ! ওঃ ! কালানল—কালানল !

[উভয়ের পলায়ন ।

সুবুদ্ধি । ভয় নাই কুমার !

অজিত । কে—কে তুমি মহান্ !
কেবা ওরা দেহ পরিচয় !

সুবুদ্ধি । ধর্ম্ম আমি ধার্ম্মিকের প্রধান সহায় ।
আর ওই দুষ্টদ্বয়—
একজন সেনাপতি নাম যে সমর
আর একজন উহার বান্ধব অমর ।
এসেছিল তোমারি বিমাতা আদেশে—
তোমারে করিতে নাশ ।

অজিত । এ কি ! এ কি ! শুনি আজ !
মা আজ রাক্ষসী !

সুবুদ্ধি । এস সাথে, রেখে আসি অযোধ্যায় ।
নতুবা ঘটিতে পারে পুনঃ অমঙ্গল ।

[উভয়ের প্রস্থান] ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজ-অন্তঃপুর

[অনীতার প্রবেশ]

অনীতা। কই—এখনও ত' সে শুভ সংবাদ দেবার জন্যে সমরকেতন ফিরে এল না। তবে কি তারা কৃতকার্য্য হতে পারে নি! তাইতো! কাকেই বা এ কথা জিজ্ঞাসা করি! আমার ধৈর্য্য যে আর থাক্‌ছে না! কতক্ষণে অজিতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ কর্ব্বো! উঃ! অজিত যেন একটা উল্কা পিণ্ডের মত দিবারাত্র আমার চোখের সাম্‌নে ধক্ ধক্ করে জ্বল্‌ছে।

[ছদ্মবেশী সমরের প্রবেশ]

সমর। মহারাণী! মহারাণী!

অনীতা। এ কি! এ বেশে কেন সেনাপতি!

সমর। মহারাণি! সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমি ও আমার বন্ধু অমর উভয়ে যখন অরণ্য মধ্যে যুবরাজকে আক্রমণ করি তখন কোথা হতে এক সন্ন্যাসী এসে আমাদের সে কার্য্য পূর্ণ হতে দিলে না। আমার মনে হয় সন্ন্যাসী বোধ হয় যুবরাজকে আমাদের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু এ কথা যদি মহারাজের কর্ণগোচর হয় তা হলে আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হবে। সে জন্য এ পুরী হতে পলায়ন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছি।

অনীতা। বটে! তাই তো! সব দিক্ যে পণ্ড হয়! আচ্ছা যাও সমর! তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। যুবরাজ কি এতক্ষণ শিকার হতে প্রত্যাগমন করেছে?

সমর। আজ্ঞে না।

অনীতা। আমি অজিতের জন্য মৃত্যুবান প্রস্তুত রাখ্ছি। তুমি এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম কর। পরে আবার সাক্ষাৎ ক'র।

সমর। যে আজ্ঞে! (স্বগতঃ) দেখি মেয়ে মানুষের বুদ্ধির দৌড় কতখানি। [প্রস্থান।

অনীতা। দুশ্চিন্তার বিষয়। এ কথা রাষ্ট্র হ'লে কলঙ্কের সীমা থাক্‌বে না। কিন্তু তৎপূর্বেই এর মূলচ্ছেদ কর্ত্তেই হবে।

[প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজপ্রসাদ

[ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ]

ত্রিশঙ্কু। স্বশরীরে স্বর্গলাভ! গুরু বশিষ্ঠও এর বিধান দিলেন না। স্বশরীরে স্বর্গলাভ মানবের শক্তির বহির্ভূত। কিন্তু যদি শক্তির বহির্ভূত তবে সে স্বপ্ন আমার অন্তরে সহসা জেগে উঠ্‌লো কেন? কার নিকট বা এর বিধান পাই? একবার বশিষ্ঠ দেবের পুত্রদের জিজ্ঞাসা কল্লে ভাল হয় না! তাঁহারাও ত' এক একজন মহাপণ্ডিত ও মহান্ ঋত্বিক। তাঁদের জিজ্ঞাসা কল্লে নিশ্চয়ই কোন বিধান পাবো।

[অনীতার প্রবেশ]

অনীতা। মহারাজ !

ত্রিশঙ্কু। এ কি অনীতা ! তুমি কেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ ? পূর্ব্বেকার মত তোমার আর সে আনন্দ ছটা নেই। বল রাণি ! তোমার কি বেদনা !

অনীতা। সত্যই মহারাজ ! আমি দিবারাত্র এক মর্ম্মন্তুদ বেদনা হৃদয়ে পোষণ কচ্ছি।

ত্রিশঙ্কু। কেন—কেন—কি হয়েছে তোমার ? তোমার কিসের অভাব ?

অনীতা। (স্বগতঃ) দেখি কার্য্য সিদ্ধি কর্ত্তে পারি কি না !

ত্রিশঙ্কু। চুপ করে রইলে যে ! বল রাণি ! কি হয়েছে ?

অনীতা। মহারাজ ! পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তায় আমি নিয়ত চিন্তান্বিত। আপনার এই বৃদ্ধ বয়স। আপনি নিত্য নূতন যাগ যজ্ঞ নিয়ে আছেন। ভবিষ্যতে আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের অধিকারী হবে। তখন যে আমার বাছার কি দশা হবে তাই ভেবে আমি কাতর।

ত্রিশঙ্কু। এই তোমার ভাবনা রাণি ! অজিত আমার তেমন ছেলে নয়। সজ্জিতকে সে বড় ভালবাসে। আমি বাণপ্রস্থে গেলে অজিত যখন এ রাজ্যের রাজা হবে তখন সে যদি বিবেচনা করে সজ্জিত বেশ উপযুক্ত হয়েছে তা হ'লে তার ছোট ভাইকে নিশ্চয়ই কোন প্রদেশের রাজ প্রতিনিধি করে পাঠাবে।

অনীতা। অজিত হবে অযোধ্যার নৃপতি আর সজ্জিত হবে সামান্য রাজ প্রতিনিধি অজিতের অধীনে !

[গীতকণ্ঠে মুরলীর প্রবেশ]

গীত

ওই আস্‌ছে ছুটে অসীম সাগর
 |: ডুব্‌বে তরী হও না বাণ চাল।
মনের বাঁধন শক্ত ক'বে
 ধর জোরে তরীর হাল॥
ভুল ক'বো না মিথ্যা মায়ায়
মনকে রাখ সত্য পূজায়,
ওই কাল সাপিনীর তীব্র বিষে
 আস্‌বে ছুটে মহাকাল॥ [প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। মুরলী! মুরলী! আমায় তুই আলোক দেখিয়ে দে বাপ্! আমি যে আজ ঘোর অন্ধকারে পড়েছি। নারায়ণ! আমায় তুমি রক্ষা কর। অনীতা! অনীতা!

অনীতা। বটে! পুত্রস্নেহে তুমি এত উন্মাদ যে আমাকে বিবাহ কালে যে প্রতিজ্ঞা করে বিবাহ করেছিলে তা পর্য্যন্ত ভুলে যাচ্ছ! তোমার বড় ছেলেই আপন আর এই অভাগীর গর্ভে যে ছেলে জন্মেছে সে যেন তোমার কেউ নয়! রাজা! বল—বল আমার সজ্জিতকে অযোধ্যার সিংহাসন দেবে কি না!

ত্রিশঙ্কু। রাণি! তুমি অনেক দূর এগিয়েছ দেখ্‌ছি। ভবিষ্যতে তুমি হয় ত' অযোধ্যা সিংহাসন নিয়ে এক মহা কালানল সৃজন কর্বে। আমার দুর্ব্বল মন, বেশীদিন তোমার সংস্পর্শে থাক্‌লে হয় ত' আমি একটা অন্যায় করে ফেল্‌বো।

না—না, আর নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সশরীরে স্বর্গে যাবার সাধনা কর্ব্বো। আর বিলম্বে কাজ নাই। আমি কালই অজিতকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন কর্ব্বো। যাই—যাই—আর তোমার সংস্পর্শে থাক্‌তে চাই না।

[প্রস্থান।

অনীতা। বড় ছেলের স্নেহে তুমি পাগল হয়েছ মহারাজ! আচ্ছা, আমিও দেখ্‌বো, কেমন করে অজিত নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করে। আমি বিদ্রোহ সৃজন করে অজিতকে বধ কর্ব্বো আর সজ্জিতকে সিংহাসনে বসাব। তবে আমার নাম অনীতা।

[প্রস্থান]।

তৃতীয় দৃশ্য

অযোধ্যাপুর—অজিতের কক্ষ

[অজিতের প্রবেশ]

অজিত। পিতা মোরে রাজ্যভার করিয়া অর্পণ
বাণপ্রস্থে করিলা গমন। এ বিশাল
কর্ম্মভার কেমনে বহিব আমি
ভাবি নিশিদিন। শিখি নাই
কূটনীতি—সরল বিশ্বাসে হেরি
সর্ব্বজনে। মনে হয় হিতাকাঙ্ক্ষী
বৃদ্ধ মন্ত্রীবর। কিন্তু সেনাপতি
সমরকেতন নিত্য যেন বহিতেছে

অন্তর মাঝারে দুশ্চিন্তার ভার।
রাজরাণী ছোট মা আমার, নাহি জানি
ঈর্ষান্বিতা কেন মোর প্রতি। কোনদিন
অনাদর করি নাই সজ্জিতকুমারে।
আপন কনিষ্ঠ সম সদা হেরি তারে।
বিমাতারে মোর মাতৃসম
ভক্তি করি অন্তরে বাহিরে।
নাহি জানি মা আমার কি কারণ
ষড়যন্ত্র করি সেনাপতি সাথে
পাঠাইলা তারে বধিতে আমারে।
শিকার হইতে যবে আসিনু ফিরিয়া—
পিতা মোর গেলা চলি বাণপ্রস্থে।
কাহারেও বলি নাই সে কথা অদ্যাপি।
দেখি, কোন্ পথে যায় এবে ঐ দুই জনা।
সৈন্যগণ সমরের বাধ্য অতিশয়।
তাদেরে আনিতে হবে স্বীয় বশে।
তারপর সমরের করিব বিচার।
নিত্য যায় সেনাপতি ছোট মার সাথে—
করিতে যুকতি। এই পথ বন্ধ করি দিব।
যাই এবে মন্ত্রীর সকাশে।
তাঁর সহ যুক্তি করি আমি—
হব অগ্রসর ভবিষ্যৎ কর্ম্ম পথে।

[প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপুরী—অনীতার কক্ষ

[অনীতা আসীনা, সমরের প্রবেশ]

অনীতা। করিয়াছি পণ, অজিতে করিয়া সিংহাসন-
চ্যুত—বসাব সজিতে অযোধ্যার রাজাসনে।
সমর! তুমি মাত্র ভরসা আমার। বল—
বল বৎস! কিবা সদুপায় করিয়াছ স্থির?

সমর। মহারাণি! নাহি চিন্তা। অচিরে প্রতিজ্ঞা
তব হইবে পূরণ। সৈন্যগণ বশীভূত মোর।
ইচ্ছা যদি করি, এখনই পারি শৃঙ্খলিত
করিতে অজিতে। আছি তব আজ্ঞার অপেক্ষা।

অনীতা। কোটী মুদ্রা দিয়ে নির্ম্মিত এই অলঙ্কার
মোর লহ বৎস! সৈন্যগণে কর বিতরণ।
উৎকোচ করহ বশ সর্ব্ব সৈন্যে।
বিলম্ব সহে না আর। বিদ্রোহ সৃজন করি—
জ্বালাও অনল। বধ কর অজিতেরে।

সমর। যথা আজ্ঞা দেবি! এবে চলিলাম
আমি। অর্থে বশীভূত করিব সবারে।
আজই নিশিথে রাজপুরী করি
আক্রমণ, নাশিব রাজারে। (স্বগতঃ)
দেখিতেছি সুপ্রসন্ন ভাগ্য মোর। ভবিষ্যতে—
এ রাজ্য আমার। আসি তবে রাণী মা! [প্রস্থান।

অনীতা। দেখি, আমার উদ্দেশ্য সফল হয় কিনা। উঃ! মহারাজের কি একচোখো গিরি! আমার ছেলে যেন জলে ভেসে এসেছে! স্ব-পত্নী পুত্র রাজা হবে আমার পেটের ছেলে হবে তার দাস! এও কি সহ্য হয়।

[অজিতের প্রবেশ]

অজিত। মা! প্রণাম চরণে।

অনীতা। কে, বাবা অজিত! কি সংবাদ বাবা!

অজিত। মা! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি সেনাপতি আপনার কক্ষে কি জন্য এসেছিল!

অনীতা। শুনলাম নাকি রাজ্যে তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। তাই সেনাপতিকে ডেকে বলছিলাম সৈন্যগণকে সদাই প্রস্তুত রাখতে ও সাবধানে পুরী রক্ষা কর্ত্তে!

অজিত। তা যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় ত' খুবই ভাল। আপনার যে কি উদ্দেশ্য আছে তা ভগবান জানেন। কিন্তু মা! আপনি ভূতপূর্ব্ব মহারাজা ত্রিশঙ্কুর মহিষী। আপনার কক্ষে রাজকর্ম্মচারীর অবাধ গতিবিধি অশোভনীয়। সে কারণ আমি স্থির করেছি আজ হতে আপনার পুরীতে কোন রাজ-কর্ম্মচারীর প্রবেশ নিষিদ্ধ।

অনীতা। তোমার যা অভিরুচি তাই কর। অযোধ্যা-নৃপতির কর্ম্মে বাধা দানের শক্তি ত' আমার নাই! তবে আমার উদ্দেশ্য মন্দ নয়।

অজিত। এখন তবে আসি মা! [প্রস্থান।

অনীতা। অজিত! দেখি আর ক'দিন তুমি হুকুম চালাও! আজই তোমার রাজ্য পরিচালনার পরিসমাপ্তি! [প্রস্থান]।

পঞ্চম দৃশ্য

রাজ প্রাসাদ—তোরণদ্বার

[কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ও মশাল হস্তে অমর, সমর ও

রাজ সৈন্যগণের প্রবেশ]

সমর। সৈন্যগণ! চালাও আক্রমণ। বধ কর অজিতকে।

অমর। রাজপুরী জ্বালিয়ে দাও।

সৈঃ গণ। জয় কুমার সজ্জিতের জয়!

(তোরণদ্বার ভগ্ন করণ ও সৈন্যগণের প্রাসাদে প্রবেশ)

[প্রাচীরোপরি অজিতের প্রবেশ]

অজিত। একি! অকস্মাৎ কেবা
রাজপুরী করে আক্রমণ!
সজ্জিতের জয়ধ্বনি পশে
কর্ণে আসি। তবে কি—
বিদ্রোহী রাজ সৈন্যগণ।
দৌবারিক! দৌবারিক!

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবা। মহারাজ! মহারাজ!

অজিত। কিবা সমাচার! কহ শীঘ্র।

দৌবা। মহারাজ! সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ পুরী আক্রমণ করেছে। তারা আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনই এদিকে আস্‌বে আপনি পালান্।

অজিত। বুঝিয়াছি—ছোট রাণীমাই এ বিদ্রোহ সৃজন

করেছে আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে এই নিমকহারাম সেনাপতি সমর। আচ্ছা, দেখি তাদের কত শক্তি। দূত! ত্বরা আমার অসি আন। [দৌবারিকের প্রস্থান।

অজিত। দেখি কত শক্তি ধরে সেনাপতি।
একবার অসি হস্তে রণাঙ্গনে যদি
অবতীর্ণ হই, তবে জগতে নাহিক' কেহ
পরাজিত করিতে আমারে। মন্ত্রপূত অসি—
অযোধ্যা নৃপেরে বহু বিপদ হতে করিয়াছে ত্রাণ।

[দৌবারিকের প্রবেশ]

দৌবা। মহারাজ! তন্ন তন্ন করি অস্ত্রাগার
করিনু সন্ধান। কিন্তু নাহি হেরিনু নয়নে
মন্ত্রপূত রাজ তরবারী। মনে লয়—
কোনজন সেই অসি করেছে হরণ।

অজিত। বুঝিলাম ভাগ্যদেবী বাম মম প্রতি।
মাতা মোর এতই ভীষণ! এত যদি ছিল
সাধ বসাইতে তনয়ে তাহার রাজসিংহাসনে
অকপটে কেন নাহি বলিল আমারে।
হাসিমুখে সিংহাসন দিতাম ছাড়িয়া!
এই তরবারী লয়ে বিদ্রোহী সেনাদলে
করি খান খান রক্ষিব আপন মান।
ধর্ম্ম মাত্র সম্বল আমার। [প্রস্থান।

দৌবা। মহারাজের আর পরিত্রাণ নাই। এখন ছোটরাণী মার দলে ভিড়ে পড়াই ভাল। [প্রস্থান]।

[সমর ও অমরের প্রবেশ]

সমর। পরাজিত—পলায়িত—অযোধ্যার নূতন ভূপতি। এবে মুক্ত সিংহাসন পথ।

অমর। তবে আর কি ভায়া! এবার সজ্জিতকে সিংহাসনে বসিয়ে কাঠের পুতুল করে রেখে রাজত্ব তুমিই চালাও।

সমর। চুপ—বন্ধু! চুপ! ঐ যে ছোটরাণীমা আস্‌ছেন।

[অনীতার প্রবেশ]

অমর, সমর। আসুন—আসুন রাণীমা! আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

অনীতা। আজ যে তোমাদের কি দিয়ে অভিনন্দন কর্ব্বো তা খুঁজে পাই না। কিন্তু একটা জিনিষ বড় খারাপ হয়ে রইল। অজিত অক্ষত দেহে পালিয়ে গেল। সে হয়'ত লোকজন জোগাড় করে আবার রাজ্য আক্রমণ কর্ত্তে পারে।

সমর। তার জন্য কোন ভয় নেই মা! কালই আমি গুপ্তচর নিযুক্ত ক'রে কোথায় সে লুকিয়ে আছে তার খোঁজ নোব তারপর তাকে ধরে এনে বধ কর্ব্বো। এখন চলুন, কুমার সজ্জিতকে রাজ সিংহাসনে বসাই।

অমর। (স্বগতঃ) এতদিনে সিদ্ধ মনস্কাম। ধর্ম্ম এবে পরাজিত—দলিত ধরায়। আমার বিজয় ডঙ্কা বাজে চারি ধারে।

নেপথ্যে সৈন্যগণ। জয় মহারাজ সজ্জিতকুমারের জয়!

অনীতা। এখন তোমরা বিশ্রাম কর্ত্তে চল।

[সকলের প্রস্থান]।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তপোবন—বশিষ্ঠাশ্রম

[বশিষ্ঠ পুত্রগণ গাহিতেছিল]

গীত

নমো গোলক বিহারী।
পাপ তাপ বিপদ হারী॥
নমো পুরুষ প্রধান,
লক্ষ্মী জনার্দ্দন, নিরঞ্জন, গিরিধারী॥
জয় জগত জীবন ভক্ত-প্রাণধন,
দুঃখ নিবারণ, ভুবনমোহন, বিপিন-বিহারী॥

[ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ]

ত্রিশঙ্কু। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রদের জয় হোক্।

বশিষ্ঠ পুত্রগণ। আসুন মহারাজ! কি চান আপনি!

ত্রিশঙ্কু। বিধান।

বঃ পুত্রগণ। কিসের বিধান!

ত্রিশঙ্কু। গুরুর নিকট বিধান চেয়েছিলাম, তিনি বিধান দেন নাই, সেজন্য তোমাদের নিকট বিধান চাইতে এসেছি আমায় বিধান দাও গুরুপুত্রগণ!

বঃ পুত্রগণ। যে বিধান আমাদের ত্রিকালজ্ঞ পিতা দিতে

পারেন নাই, আমরা কিরূপে সে বিধান দোব মহারাজ! আপনার কি অভিলাষ।

ত্রিশঙ্কু। আমি স্বশরীরে স্বর্গ গমনেব বিধান চাই।

বঃ পুত্রগণ। স্বশরীরে স্বর্গলাভ! অসম্ভব মহারাজ!

ত্রিশঙ্কু। অসবম্ভ? তবে কি বিধান দানের ক্ষমতা ব্রাহ্মণের নাই।

বঃ পুত্রগণ। কি কহিলে দাম্ভিক ভূপতি!
ব্রাহ্মণের নাহিক' ক্ষমতা? আরে—আরে
দুষ্টমতি নৃপ! উপেক্ষিয়া পিতার আদেশ—
আসিয়াছ তাঁহার তনয় পাশে চাহিতে বিধান?
শোন্ শোন্ ওরে গুরুদ্রোহী! দিনু শাপ
আজি হতে হও তুমি ঘৃণিত চণ্ডাল। [প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এ কি অভিশাপ! লঘুপাপে গুরুদণ্ড!
ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল! ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল!
কিন্তু আমি ভুলিব না—
স্বশরীরে স্বর্গলাভ কথা। দেখি—
কতদিনে হয় মোর কামনা পূরণ।
চেষ্টা—চেষ্টা প্রাণপণ! নতুবা মরণ।
চাই মাত্র স্বশরীরে স্বর্গলাভ।
নাহি যাব আর রাজপুরীমাঝে—
চলিলাম নিবিড় কাননে।

[প্রস্থান]।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অযোধ্যা—রাজ-অন্তঃপুর

[সজ্জিতের প্রবেশ]

সজ্জিত। দাদা! দাদা! কোথায় তুমি দাদা! এস এস ফিরে এস! যাই—আমিও দাদার কাছে যাই! আমি রাজ্য চাই না। মা নেই এই ফাঁকে আমিও পালিয়ে যাই। আর এখানে থাক্‌বো না। বাবাও গুরুপুত্রদের শাপে চণ্ডাল হয়ে বনে চলে গেছেন। আমিও যাই। থাক মা! তুমি শ্মশানের বুকে একলা। দাদা! দাদা!

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরি। কৈ গো আহ্লাদে দুলাল! দুধু খাবে এস! মা গো মা! কি দুষ্টু ছেলে! একবারও খায় না। কেবল দাদা দাদা ক'রে কান্না। এমন তো ছেলে দেখিনি বাবা! দাদার ওপর অত দরদ কেন বাবা!

[অনীতার প্রবেশ]

অনীতা। পরিচারিকা! আমার সজ্জিত কৈ?

পরি। কৈ মা! দেখ্‌তে তো পাচ্ছি নে!

অনীতা। যা—শীঘ্র তাকে খুঁজে নিয়ে আয়্!

পরি। এই—যাই মা! [প্রস্থান।

অনীতা। কোথায় গেল সজ্জিত। দিন দিন বাছা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? কেবল দাদা আর দাদা! তাইত'

কি ভয়ঙ্কর বশীকরণ! অমর! সমর! কৈ—কেউ ত' নেই! সজ্জিত! সজ্জিত! কোথায় গেল? এ কি! আমার অন্তরটা সহসা এরূপ কেঁপে উঠ্‌লো কেন? কে যেন অলক্ষ্য হতে বল্‌ছে—অনীতা! তোর এত পাপ পৃথিবী আর সহ্য কর্ত্তে পার্ব্বে না। পাপ কি! অজিত ত আমার স্বপত্নী-পুত্র! তাকে বিনাশ করাই আমার ধর্ম্ম। কই পরিচারিকা! আমার সজ্জিতের কোন সন্ধান পেলি!

[পরিচারিকার প্রবেশ]

পরি। না রাণী মা! খুঁজে খুঁজে হাল্লা হয়ে গেলুম গো! ডেকে ডেকে গলাটা আমার চিরে গেল। তাইত' বাবা! কুমার কোথায় গেল মা!

অনীতা। কোথায় গেল? রাজপুরীতে নেই? সন্ধ্যা হয়ে এল। সে ত' সন্ধ্যার সময় কোথাও একলাটি যায় না! পরিচারিকা! তুই আবার ভাল করে খুঁজে দেখ্‌। আমিও দেখি। এ কি অশুভ লক্ষণ!

[প্রস্থান।

পরি। আর পারি নে বাবা! খেটে খেটে গতর জল হয়ে গেল। মাগীর যেমন কর্ম্ম এইবার তেম্নি ফল পাবে। আমার আর কি! হার-গাছটা পেয়েছি যখন। পোড়াকপালে ছেলে অনেক দুক্ষু দেবে দেখ্‌ছি।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বনপথ—কুটিরভাগ

[ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ]

ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল! ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল!
কহিছে আকাশ কহিছে বাতাস। কহে ওই
স্রোতস্বিনী—কহে ওই পশুপক্ষী
তরুলতা বন উপবন—ত্রিশঙ্কু চণ্ডাল!
ব্রাহ্মণের অভিশাপ! না দিল বিধান
দিল অভিশাপ। কার কাছে যাই!
কার পাশে পাইব বিধান—
স্বর্গলাভ স্বশরীরে হইবে আমার!
না—না রাখিব না প্রাণ আর। পশি ওই
নদীগর্ভে ত্যজিব পরাণ।

[সুবুদ্ধির প্রবেশ]

সুবুদ্ধি। আত্মহত্যা মহাপাপ জানিও ভূপাল!
কোটীবর্ষ দুর্গন্ধ নরকে থাকিবে পড়িয়া।
রহিবে না উদ্ধার উপায়। ত্যজ এ সঙ্কল্প—
বিজ্ঞ হয়ে কেন সাধ দুষ্কর্ম্ম সাধনে!

ত্রিশঙ্কু। কে তুমি হে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রধান
বান্ধব-বিহীন এই নিবিড় কাননে?
আর কি হে অজ্ঞাত সুহৃদ।

কত ব্যথা কত জ্বালা মোর।
একদিন স্বপ্নযোগে কে মোরে কহিল—
স্বশরীরে স্বর্গলাভ। তাই—মানবের
সাধ্য কি না—জানাইনু গুরুব নিকট।
কহিলেন তিনি—অসম্ভব স্বশরীরে
স্বর্গলাভ। পুনঃ আসি গুরুর তনয়ে
জিজ্ঞাসিনু—সম্ভব কি অসম্ভব
স্বশরীরে স্বর্গলাভ। কিন্তু হায়!
গুরুপুত্রগণ দিল অভিশাপ মোরে—
"চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হও তুমি।"
তেঁই সে কারণ ত্যজিয়া রাজত্ব
ত্রিশঙ্কু রাজন্ চণ্ডাল সাজিয়া—
বনে বনে করে বিচরণ। কিন্তু—
তবু যে মুছে নাই অন্তর হইতে
স্বশরীরে স্বর্গলাভ স্বপন কাহিনী।
করিলাম কত চেষ্টা—শুধাইনু
কত ঋষি তাপস সকাশে। কিন্তু, হায়!
কেহ নাহি দানিল বিধান। তাই—
মর্ম্মন্তুদ যাতনায় লভিতে নিষ্কৃতি—
আত্মহত্যা করিয়াছি স্থির। হে বন্ধু!
জান যদি বিধান ইহার কহ ত্বরা—
স্বশরীরে স্বর্গলাভ হবে কি সম্ভব?

সুবুদ্ধি। হইবে সম্ভব। প্রতীক্ষায়
রহ কিছুদিন। [প্রস্থান।

ত্রিশঙ্কু। এ কি! এ কি! কোথা গেলে অদৃশ্য
হইয়া। কি কহিয়া গেলে তুমি!
স্বশরীরে স্বর্গলাভ হইবে সম্ভব!
হে দয়াল! পূর্ণ কর আশা—
পূর্ণ কর আশা! [প্রস্থান।

[অজিতের প্রবেশ]

অজিত। বিনা পাপে গুরুদণ্ড।
চমৎকার ঈশ্বরের বিচার।
তন্ন তন্ন করি খুঁজি নিবিড়
কানন—তবু নাহি পাই—
নৃপতির সন্ধান। শুনিলাম-গুরুপুত্র
অভিশাপে পিতা মোর হইয়া চণ্ডাল—
অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে স্বশরীরে স্বর্গলাভ
কামনা লইয়া। যাই দেখি—কোথা
পাই সন্ধান তাঁহার। [প্রস্থান।

[সজ্জিতের প্রবেশ]

সজ্জিত। দাদা! দাদা! কোথা তুমি? কেন তুমি
লুকায়ে বেড়াও? এস—এস কাছে এস
মোর। কোলে নও সোহাগ আদরে।
শুনিলাম এই পথে আসিয়াছ তুমি।
তবে দাদা! কেন দেখা পাই না তোমার!
এস—এস—দাদা! দাদা! দাদা! [প্রস্থান]।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপুরী—সমরের কক্ষ

[সমরের প্রবেশ]

সমর। প্রকারান্তরে আমিই এক রকম অযোধ্যার রাজা। মহারাজ চণ্ডাল হয়ে রাজ্যত্যাগী, জ্যেষ্ঠকুমার পলায়িত, কনিষ্ঠ কুমারও তথৈব চ। ব্যস! এইবার আমার ভাগ্যের উন্নতি।

[অমরের প্রবেশ]

অমর। জয় হোক্ অযোধ্যাপতির।

সমর। সখা! এস এস! তুমি আমায় এখনি রাজা বল্‌ছো?

অমর। আর রাজা হবার কি বাকি! এখন ত' তুমিই অযোধ্যার রাজা!

সমর। দেখ সখা! ছোট রাণীর জন্যে একটু বাধা পড়্‌ছে ওই বেটীকে কোন রকমে তাড়াতে পাল্লেই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

অমর। তার একটা উপায় আছে।

সমর। আছে! বল-বল! আমি শুনে বাঁচি।

অমর। দেখ, ছোটরাণীর ছেলেটাকে গুপ্তহত্যা করে তার ছিন্ন মুণ্ডটা এনে তাঁকে দিলেই কাজ হাঁসিল। ছেলের শোকে ছোটরাণী উন্মাদিনী হয়ে রাজপুরী ত্যাগ কর্বে। তখন আর কি।

সমব। আ—হা! হা! সখাব আমাব মাথায় যেন মা সরস্বতী টগ্‌বগ করে ফুট্‌ছে। উত্তম যুকতি, তা অদ্যই আমরা সজ্জিতের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়ে পড়ি। কি বল সখা।

[অনীতাব প্রবেশ]

অনীতা। সমর! সমর!

সমব। এ কি! মহাবাণী! আসুন! এত কষ্ট স্বীকাব করে এখানে আস্‌বার কি আবশ্যক ছিল। একটু সংবাদ দিলেই এ দাস আপনাব শ্রীচরণ দর্শনে যেত!

অনীতা। সমব! বড বিপদ। সজ্জিত রাজপুরী ছেড়ে বোধ হয অজিতেব সন্ধানে গেছে। অনেক খুঁজেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তোমবা এখনই তাকে খুঁজে আন। ভয় হয় পাছে শত্রুব দ্বারা কুমাবেব কোন অনিষ্ট হয!

সমব। উঃ! আমাদেব কি দুর্ভাগ্য! মাযেব আমাদেব মুখ শুকিয়ে গেছে। চল ভাই অমব! মাতৃ আজ্ঞা—আব বিলম্ব করে কাজ নাই।

অমব। নিশ্চয়—মাতৃ-আজ্ঞা—চল।

অনীতা। যাও—শীঘ্র গিয়ে কুমাবকে আমার কাছে নিযে এস। একি! অন্তব বাহিরে আমাব কেন হাহাকার জেগে উঠ্‌ছে! [প্রস্থান।

সমর। চল! এক কাজে দুই কাজ সাবা হবে। যদি অজিতের দেখা পাই তা হলে তাবেও শেষ কর্ত্তে হবে।

অমর। বেশ—বেশ! এস। [উভয়েব প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

অযোধ্যা প্রান্তর—বনপথ

[ত্রিশঙ্কুর প্রবেশ]

ত্রিশঙ্কু। প্রতীক্ষায় যুগ চলে যায়—তবু আশা
হয় না পূরণ। স্বশরীরে স্বর্গলাভ—
অসম্ভব—অসম্ভব। কিন্তু সেইদিন
কহিল যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রধান—
হইবে সম্ভব। কিন্তু হায়! কোথা নিদর্শন!
না—না—স্বশরীরে স্বর্গলাভ অসম্ভব।

[বিশ্বামিত্রের প্রবেশ]

বিশ্বা। অসম্ভব কে তোমারে কহিল রাজন্!

ত্রিশঙ্কু। ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র! প্রণাম চরণে।

বিশ্বা। কল্যাণমস্তু। হে রাজন্! একে একে
শুনিয়াছি সব। অভিশপ্ত তুমি
গুরুপুত্র শাপে। ভয় নাই—
যে বিধান নাহি দিল বশিষ্ঠ বা পুত্রগণ তার—
সে বিধান দিবে বিশ্বামিত্র।
অসম্ভব করিবে সম্ভব। নূতন নিয়মে—
নূতন তন্ত্রেতে গঠিবে নূতন বিশ্ব।
যদি কভু হয় অসম্ভব, তবে—
স্রষ্টার সৃষ্টি নেত্রানলে করি ভস্মীভূত

পুনরায় নব বিশ্ব করাব সৃজন।

এস রাজা! স্বশরীরে স্বর্গলাভ

করাব তোমারে। শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন।

ত্রিশঙ্কু। চলুন দেব! যেন পূর্ণ হয় কামনা আমার।

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে সজ্জিত। দাদা! দাদা!

[অজিতের প্রবেশ]

অজিত। ওই না কার কণ্ঠস্বর। কে আমায় দাদা বলে ডাক্ছে না! কে সজ্জিত! আয় ভাই—কাছে আয়্।

[সজ্জিতের প্রবেশ]

সজ্জিত। দাদা—দাদা!

অজিত। সজ্জিত! ভাই আমার! (কোলে লওন)

[অমর ও সমরের প্রবেশ]

অমর। ঐ যে দু'জন। বধ কর—বধ কর ওরা।

অজিত। ওরে পাপীদ্বয়! পুনঃ এসেছিস্ হেথা।

সজ্জিত। দাদা! কি হবে!

অজিত। নাহি ভয়। আয়্—আয়্ দুষ্টদ্বয়।

[যুদ্ধ, সমর ও অমরের পতন, অজিত ও সজ্জিতের প্রস্থান।

সমর। য়্যা! কি ক্ষমতা বন্ধু! ওঠ! ওঠ!

অমর। উঠ্লাম—উঠ্লাম—ভরে—(উঠিল)

সমর। তাই ত' সব দিক্ যে পণ্ড হ'ল!

অমর। এখন চল বন্ধু! একটা ছেলের মাথা কেটে নিয়ে গিয়ে রাণীমাকে দেখাই চল।

সমর। তাই চল বন্ধু! [উভয়ের প্রস্থান]।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অযোধ্যারাজ্য—অন্তঃপুর

[অনীতা আসীনা]

অনীতা। এখনো ত' সেনাপতি ফিরে এল না। তবে কি সজ্জিতের কোন অনিষ্ট হ'ল। দারুণ দুশ্চিন্তা। উঃ!

[সমর ও অমরের প্রবেশ]

সমর। এই দেখুন মা! কি সর্ব্বনাশ আমাদের হয়েছে। এই দেখুন সজ্জিতের ছিন্নশির। আমরা যখন অরণ্যে কুমারকে খুঁজ্‌তে যাই তখন দেখ্‌লাম অজ্ঞিত কুমারের মুণ্ড হাতে নিয়ে অট্ট হাসি হাস্‌ছে। আমাদের দেখে ভয়ে মুণ্ড ফেলে দিয়ে পালাল। তাকে কোন রকমে ধর্ত্তে পাল্লাম না।

অনীতা। হায়। কি সর্ব্বনাশ হ'ল আমার। সজ্জিত! বাপ্‌ আমার! হয়েছে—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। উঃ! কি করলাম! ওরে সজ্জিত! ফিরে আয়! যাই—যাই আমিও যাই—দেখি সেই পুত্রহন্তা কোথায়। [প্রস্থান।

সমর। হা—হা—হা—কিস্তি এতক্ষণে মাৎ। আর কি বন্ধু! আমিই এখন অযোধ্যার রাজা। এই কাটা পথমস্ত (মুণ্ডটির দিকে লক্ষ্য করিয়া) যঁ্যা! বন্ধু! এ কি দেখ্‌ছি! আমি······· একি ·······একি·········

অমর। সখা! তুমি অমন কচ্ছো কেন?

সমর। হায়! হায়! হায়! এ যে আমারি একমাত্র পুত্রের মুণ্ড। হায়! আমি কি কল্লাম! (মূর্চ্ছিত)

নেপথ্যে ধর্ম্ম। হ'ল তোমার পাপের সাজা।

সমব। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) পাপের সাজা! পাপের সাজা! হা—হা—হা—অমব অমর! তুমিই আমার সর্ব্বনাশের কারণ। তোমার সঙ্গলাভ করে আমার এই দুর্দ্দশা। দূর হও পাপিষ্ঠ! আব আমি তোব্ মুখ দর্শন কর্ব্বো না। ভগবন্! মৃত্যু দাও! মৃত্যু দাও! [প্রস্থান।

অমর। তাইতো! ধর্ম্মেবই জয় হয় দেখ্ছি! [প্রস্থান]।

সপ্তম দৃশ্য

তপোবন—যজ্ঞস্থল

[বিশ্বামিত্র ও ত্রিশঙ্কু আসীন]

বিশ্বা। এইবার মহাযজ্ঞে ব্রতী হতে হবে। কিন্তু স্বস্ত্রীক্ না হ'লে যে ব্রত পূর্ণ হবে না!

ত্রিশঙ্কু। তাই তো দেব!

[অজিত ও সজ্জিতের প্রবেশ]

অজিত, সজ্জিত। বাবা! বাবা!

ত্রিশঙ্কু। য়্যাঁ! একি! আয়্ বাপ্! তোরা আমার বুকে আয়্! (পুত্রদ্বয়কে বক্ষে লওন)

[দ্রুত অনীতার প্রবেশ]

অনীতা। আমাব পুত্রহন্তা অজিত কৈ! এই যে—

ত্রিশঙ্ক। একি—রাণি! রাণি!

সজ্জিত। মা—মা—

অনীতা। য়্যাঁ! সজ্জিত আমার বেঁচে! আয়্ বাবা কোলে আয়্! তবে যে সেনাপতি একটা ছিন্নশির আমায় দেখিয়ে বল্লে অজিত সজ্জিতকে হত্যা করেছে!

সজ্জিত। না মা। দাদাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে।

অনীতা। অজিত! পুত্র আমার! মায়ের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর বাবা!

বিশ্বা। আর চিন্তার আবশ্যক নাই রাজা! সস্ত্রীক যজ্ঞে ব্রতী হও। বসো পূর্ব্বমুখ করে। আমি পূর্ণাহুতি প্রদান করি। দেখি, কে আমার কার্য্যে অন্তরায় হয়!

ত্রিশঙ্কু। এস রাণি! আজ আমার স্বশরীরে স্বর্গলাভের মহাযজ্ঞ।

(ত্রিশঙ্কু ও অনীতা উপবেশন করিল, যজ্ঞ হোমকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল)

বিশ্বা। ওঁ ইদং পূর্ণাহুতি—ওঁ আগ্নেয় স্বাহা!

[ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব, ইন্দ্র, যম, পবন প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ]

দেবগণ। ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও বিশ্বামিত্র! অসম্ভব কখনো সম্ভব হয় না।

বিশ্বা। হবে—হবে বিশ্বামিত্রের নিকট সবই সম্ভব হবে। দাও—দাও দেবগণ! স্বশরীরে মহারাজ ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে যাবার অধিকার দাও! তপোবলে ত্রিশঙ্কু স্বর্গগমনে অধিকারী। বিশ্বামিত্রের প্রতিজ্ঞা অচল—অটল। দেবতার শত বাধাতেও তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না—হবে না।

[নারায়ণের প্রবেশ]

নারা। শোন বিশ্বামিত্র! অমরধাম অমরের—মানব বা অন্য জীবের সেখানে কোন অধিকার নাই।

বিশ্বা। উত্তম। তবে বিশ্ব দেখুক্ বিশ্বামিত্রের তপের শক্তি কতখানি। স্বর্গের নিম্নে মর্ত্ত্যের উপরে আজ হতে সপ্ত ঋষি সমাবেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে এক নবস্বর্গের সৃজন হোক্। সেই স্বর্গে মহারাজ ত্রিশঙ্কুর অধিকার। (উর্দ্ধে সপ্ত ঋষির আবির্ভাব ও সপ্তর্ষি মণ্ডল সৃজিত হইল) ওই সপ্তর্ষি মণ্ডল—নবস্বর্গ সৃজিত হ'ল। ত্রিশঙ্কু! যাও তুমি স্বশরীরে ওই নবস্বর্গে। তোমার কীর্ত্তি পৃথিবীর বুকে অমর হোক্।

ত্রিশঙ্কু। এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম। আমার পরম সৌভাগ্য বশে নারায়ণ ও দেবগণের দর্শন পেলাম। বিশ্বামিত্রের কৃপায় আমার এই ভাগ্যোদয়। রাণি! পুত্রগণ! বিদায়। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা চিরসুখী হও। প্রণাম চরণে গুরো! প্রণাম চরণে দেবগণ!

(সপ্তর্ষিমণ্ডল ত্রিশঙ্কুকে সাদরে আহ্বান করিল,
ত্রিশঙ্কু ধীরে ধীরে স্বর্গে উঠিতে লাগিলেন)

দেবগণ। ধন্য—ধন্য তুমি ঋষি বিশ্বামিত্র!

[সকলের প্রস্থান]।

যবনিকা পতন।

প্রিন্টার—শ্রীগোরাচাঁদ মুখার্জ্জী 'কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস' ৩নং কাশীমিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।